পাটের প্রধান প্রধান রোগ ও দমন ব্যবস্থাপনা

১. পাটের ঢলে পড়া রোগ :

তোষা পাটে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়।

ক্ষতির ধরণ : চারা ও বাড়ন্ত উভয় অবস্থায় শিকড়ে এ রোগের জীবাণু আক্রমণ করলে গাছ ঢলে পড়ে।

ব্যবস্থাপনা :

১. জমিতে পানি থাকলে তা সরিয়ে ফেলা।
২. ক্ষেত আবর্জনামুক্ত রাখা।
৩. সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা বিশেষ করে এমওপি সার বেশী দেওয়া।
৪. পাট কাটার পর গোড়া, শিকড় ও অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলা।
৫. বীজ বপনের পূর্বে ভিটাফ্লো/প্রোভেক্স/ভিটাভেক্স/ব্যভিষ্টিন-২ গ্রাম/কেজি মিশিয়ে বীজ শোধন করা।
৬. আক্রমণ বেশী হলে কুপ্রাভিট ৪ গ্রাম/ডাইথেন এম-৪৫ ২.৫ গ্রাম/একরোভেট ২ গ্রাম/টিল্ট ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

২. কান্ড পঁচা :

মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এ রোগের বিস্তৃতি দেখা যায়। দেশী ও তোষা পাটে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।

ক্ষতির লক্ষণ :

১.শুরুতে পাতায় ও গাছের কান্ডে বাদামী রং এর দাগ পড়ে আস্তে আস্তে তা গাঢ় রং এর হয়।

ব্যবস্থাপনা :

১. জমিতে পানি থাকলে তা সরিয়ে ফেলা।
২. ক্ষেত আবর্জনামুক্ত রাখা।
৩. সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা বিশেষ করে এমওপি সার বেশী দেওয়া।
৪. পাট কাটার পর গোড়া, শিকড় ও অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলা।
৫. বীজ বপনের পূর্বে ভিটাফ্লো/প্রোভেক্স/ভিটাভেক্স/ব্যভিষ্টিন-২ গ্রাম/কেজি মিশিয়ে বীজ শোধন করা।
৬. আক্রমণ বেশী হলে কুপ্রাভিট ৪ গ্রাম/ডাইথেন এম-৪৫ ২.৫ গ্রাম/একরোভেট ২ গ্রাম/টিল্ট ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

৩. শুকনা ক্ষত (এ্যানথ্রাকনোজ) :

শুধু মাত্র দেশী পাটে এ রোগের আক্রমণ হয়।

ক্ষতির লক্ষন :

১. আক্রান্ত কান্ড ফেটে যায় এবং আঁশ ছিবরের মত বের হয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনা :

১. জমিতে পানি থাকলে তা সরিয়ে ফেলা।
২. ক্ষেত আবর্জনামুক্ত রাখা।
৩. সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা বিশেষ করে এমওপি সার বেশী দেওয়া।
৪. পাট কাটার পর গোড়া, শিকড় ও অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলা।
৫. বীজ বপনের পূর্বে ভিটাফ্লো/প্রোভেক্স/ভিটাভেক্স/ব্যভিষ্টিন-২ গ্রাম/কেজি মিশিয়ে বীজ শোধন করা।
৬. আক্রমণ বেশী হলে কুপ্রাভিট ৪ গ্রাম/ডাইথেন এম-৪৫ ২.৫ গ্রাম/একরোভেট ২ গ্রাম/টিল্ট ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

৪. কালো পট্টি (ব্লাক ব্যান্ড) :

সাধারনত তোষা পাটে এ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

ক্ষতির লক্ষণ :

১. আক্রান্ত স্থানে কালো রং এর দাগ পড়বে এবং আক্রান্ত স্থান ঘষলে হাতে কালো দাগ লাগে ।
২. এই রোগে গাছটি শুকিয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনা:

১. জমিতে পানি থাকলে তা সরিয়ে ফেলা।
২. ক্ষেত আবর্জনামুক্ত রাখা।
৩. সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা বিশেষ করে এমওপি সার বেশী দেওয়া।
৪. পাট কাটার পর গোড়া, শিকড় ও অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলা।
৫. বীজ বপনের পূর্বে ভিটাফ্লো/প্রোভেক্স/ভিটাভেক্স/ব্যভিষ্টিন-২ গ্রাম/কেজি মিশিয়ে বীজ শোধন করা।
৬. আক্রমণ বেশী হলে কুপ্রাভিট ৪ গ্রাম/ডাইথেন এম-৪৫ ২.৫ গ্রাম/একরোভেট ২ গ্রাম/টিল্ট ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

৫. নরম পঁচা :

দেশী ও তোষা উভয় পাটে এ রোগ দেখা যায়। এক নাগারে কয়েকদিন বৃষ্টি হলে এবং জমিতে পানি জমে থাকলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

ক্ষতির লক্ষণ :

১. গাছের গোড়ায় কান্ডের উপর সাদা তুলার মতো ছত্রাক দেখা যায় এবং সরিষার দানার মত বাদামী রং জীবানু দেখা যায়।
২. এ রোগের ফলে গাছের গোড়া পচে যায় এবং গাছ ভেঙ্গে যায়।

ব্যবস্থাপনা:

১. বর্দো মিক্সচার (১ পাউন্ড কপার সালফেট + ১ পাউন্ড চুন) ১০ গ্যালন পানিতে মিশিয়ে জমি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
২. জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং জমিতে পানি নিস্কাশনের সুব্যবস্থা রাখতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজবাড়ী।